ফিকহুর রিবা

(আধুনিক লেনদেনে সুদ ও তার বিধিবিধান)

মুফতি সাজ্জাদুর রহমান

এনফিল্ড
পাবলিকেশন

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট্য

- আলোচনার মূল বিষয়গুলো সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। সকল শ্রেণির পাঠকের উপযোগী করে সাধ্যানুযায়ী সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
- আলোচ্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে মূল বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।
- প্রতিটি বিষয়, বিশেষ করে ফিকহী মাসআলাগুলো যথাযথ রেফারেন্সসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামী ফিকহের মৌলিক গ্রন্থাবলির আশ্রয় নেওয়ার।
- উল্লেখিত প্রতিটি হাদিস যথাসম্ভব যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। জাল বা অত্যধিক দুর্বল হাদিস উল্লেখ করা হয়নি। গবেষক পাঠকদের প্রশান্তির জন্য প্রতিটি হাদিসের সনদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামতও সংশ্লিষ্ট টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রীয় আলোচনাও উল্লেখ করা হয়েছে পাদটীকায়।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রিবা ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সুদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- আধুনিক লেনেদেনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সুদের রূপগুলো চিহ্নিত করে শারয়ী বিধান বলে দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রিবার প্রচলিত রূপগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।
- প্রচলিত যেসব লেনদেন অবৈধ, যদি তার শারয়ী বিকল্প থাকে তবে তা যথাসম্ভব দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বর্তমান সময়ের অন্যতম ইসলামী স্কলার,
অ্যাওফির মাস্টার ট্রেইনার, 'সিকিউরিটি কমিশন মালয়েশিয়া'র রেজিস্টার্ড
শরীয়াহ অ্যাডভাইজর
ফাউন্ডার ডিরেক্টর, আদল অ্যাডভাইজরি, মালয়েশিয়া
কো-ফাউন্ডার ডিরেক্টর, আইএফএ কনসালটেন্সি লি. বাংলাদেশ
ডেপুটি মুফতি (সাবেক) জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ; মুহতারাম উস্তায

ড. মুফতি ইউসুফ সুলতান

(সিএসএএ, সিআইএফই) হাফিযাহুল্লাহর

অভিমত ও দুআ

একজন মুমিনের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধিবিধান মেনে চলা অপরিহার্য। ইসলামের মৌলিক আমল—নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের পাশাপাশি তার আচার-ব্যবহার, আয়-ব্যয় ও লেনদেনেও সর্বোপরি শরীয়াহ-পরিপালন তার জন্য আবশ্যক।

শরীয়াহ লেনদেনের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যেগুলো এড়িয়ে চললে সব লেনদেনই হালাল হয়ে যায়। এসব নিষেধাজ্ঞার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। যেসব হারাম লেনদেন রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর ও ব্যাপক হলো রিবা। সেজন্য রিবার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে কঠোর সতর্কবাণী ও শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে।

তাই একজন মুসলিমের জন্য রিবা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা রাখা ওয়াজিব। আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্সসহ নানা রকমের লেনদেনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অভিশপ্ত এই সুদ। একজন মুসলিম রিবার মৌলিক জ্ঞান অর্জন না করলে খুব সহজেই সে হারাম লেনদেনে জড়িয়ে যেতে পারে।

রিবা বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ ও ফিকহের কিতাবাদিতে প্রচুর আলোচনা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় সহজ-সাবলীল তথ্যসমৃদ্ধ বই তেমনটা চোখে পড়ে না। বক্ষ্যমাণ বইয়ে বন্ধুবর ও মেধাবী অনুজ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় রিবা বিষয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন নির্ভরযোগ্য রেফারেন্সের আলোকে। একই সঙ্গে আধুনিক নানা লেনদেনের ব্যবচ্ছেদ করেছেন। বিকল্প উল্লেখ করেছেন শরীয়াহ নীতিমালার আলোকে।

আমি মনে করি, বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতি লিটারেচারে বইটি একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করবে এবং রিবামুক্ত পৃথিবী বিনির্মাণে ব্যাপক সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

আমি লেখকের জন্য দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাকে এ-ময়দানে আরও কাজ করার তাওফিক দান করুন। আর আমাদের সকলকে রিবামুক্ত পৃথিবী বিনির্মাণের তাওফিক দান করুন। আমীন।

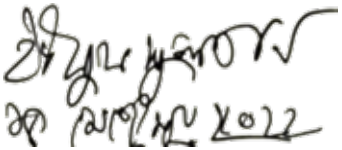

সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নৈরাজ্য বিরাজ করার অন্যতম উপাদান হলো সুদ।

বর্তমান নব-উদ্ভাবিত আধুনিক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সুদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমনকি সুদকে মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য ও লোভনীয় করার জন্য দেওয়া হচ্ছে রকমারি আকর্ষণীয় নাম। এসব গোলকধাঁধায় পড়ে মানুষ সুদী লেনদেনে জড়িয়ে পড়ছে বুঝে বা না বুঝেই।

আফসোসের বিষয় হলো, মানুষের না আছে আধুনিক লেনদেনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা, না জানা আছে এর শারয়ী বিধান।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে লেখক অত্যন্ত চমৎকার ও বিশদভাবে সুদের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। সমাজে প্রচলিত আধুনিক লেনদেনের সাথে সুদ কীভাবে জড়িয়ে আছে, তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। লেখক শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিটি বিষয়ের বাস্তবসম্মত উদাহরণ পেশ করে বিষয়বস্তুগুলো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাচীন রূপরেখার পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত সুদের প্রায়োগিক দিকগুলো উল্লেখ করে কুরআন-সুন্নাহ থেকে গবেষণালব্ধ সমাধান পেশ করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তুলে ধরেছেন সুদী লেনদেনের বিকল্প হালাল ব্যবস্থাসমূহ।

মাওলানা সাজ্জাদুর রহমান আমার স্নেহাস্পদ ও প্রিয় ছাত্রদের একজন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির মূল বীজ বপন হয় তখন, যখন সে মালিবাগ জামিয়ায় ইফতা ২য় বর্ষের শেষ সেমিস্টারে গবেষণা প্রবন্ধের জন্য বিষয় খোঁজ করছিল। আমি তখন তাকে রিবা ও এর আধুনিক প্রয়োগ নিয়ে কাজ করতে পরামর্শ প্রদান করি। সেখান থেকেই বইটির সূচনা। আমার তত্ত্বাবধানেই সে এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করে। এরপর কর্মজীবনে আরও সময় ব্যয় করে একে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।

গ্রন্থটির নানা বিষয়ে আমার সাথে পরামর্শ করে তৈরি করেছে। তবে আক্ষরিক অর্থে পুরো বই আমার সম্পাদনা করার সুযোগ হয়নি। মৌলিক বিষয়গুলো দেখে দিয়েছি। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছি।

এখানে বলে রাখা ভালো, রিবার আধুনিক প্রয়োগ একটি চলমান বিষয়। এতে নিত্যনতুন নানা বিষয় যুক্ত হবে—তাছাড়া যেসব প্রয়োগ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তাও সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হতে পারে। অথবা কারও

বইটি পেনফিল্ড পাবলিকেশনের হাতে আসে আজ থেকে প্রায় একবছর আগে। এ-সময়ের মাঝে এর পাশাপাশি আমাদের প্রকাশিতব্য আরও কিছু বইয়ের কাজও চলমান ছিল। 'ফিকহুর রিবা' বইটির রচনাকার্য মুহতারাম আব্দুল্লাহ মাসুম সাহেবের মতো ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক তত্ত্ব ও বাস্তবজ্ঞান-সমৃদ্ধ আলিমের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় সম্পন্ন হওয়ায় এর শারয়ী দিকগুলো বিশেষভাবে পুনঃসম্পাদনার প্রয়োজন হয়নি। তাই আমাদের সম্পাদনা-প্যানেল বইটির কাজ করার সময় বিশেষভাবে এর বানান ও ভাষা-সম্পাদনার দিকেই খেয়াল রেখেছে। কলেবরে বড়ো হওয়ায় ভাষা ও বানান সমন্বয়-সহ আনুষঙ্গিক সম্পাদনার কাজ করে প্রকাশের উপযোগী করতে এ দীর্ঘ সময়টা ব্যয় হয়েছে। তবে আমাদের কাজকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে লেখক ও সম্পাদকের বানান সচেতনতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা। আসলে এ-সংক্রান্ত কাজগুলোতে যত বেশি সময় ও শ্রম দেওয়া যায়, কাজের মান ততই উন্নত হয়। সেই মানসেই পেনফিল্ড সম্পাদনা-প্যানেলের সদস্য উস্তায মাহমুদ সিদ্দিকী ও ভাই শাকির মাহমুদ সাফাত দীর্ঘ সময় ও শ্রম ব্যয় করে বইটির ভাষা, বানান ও আনুষঙ্গিক-সম্পাদনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এরপরেও আমরা বলব, এ-কথা অনস্বীকার্য যে—আমরা কেউই মানবীয় ত্রুটি বা ঘাটতির ঊর্ধ্বে নই। আমাদের কাজগুলোও নয়। তাই বোদ্ধা পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ থাকবে—বানান, ভাষা, তথ্য বা বিষয়গত যে-কোনো ধরনের ভুলত্রুটি নজরে এলে নিঃসংকোচে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণের সময় আমরা অবশ্যই তা বিবেচনায় নেবো।

পরিশেষে বলতে চাই—আধুনিক লেনদেনে সুদ-সংক্রান্ত বিধিবিধান ও এর নানা প্রায়োগিক দিক নিয়ে এমন বিশদ গবেষোণাসমৃদ্ধ এ-গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমি ও আমার পেনফিল্ড পরিবার আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আশা করছি এর মাধ্যমে অসংখ্য পাঠক সুদের মতো জঘন্য হারাম বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণালাভ করতে পারবেন এবং সচেতন থাকতে পারবেন এসব হারাম থেকে। জানতে পারবেন হালাল-পন্থায় লেনদেনের বিভিন্ন শারয়ী গাইডলাইন সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের একান্ত কামনা, তিনি যেন এ ওসিলায় বইটির লেখক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আখিরাতে নাজাত দান করেন। আমীন।

মোহাম্মাদ গোলাম রব্বানী শিবলী
প্রকাশক, পেনফিল্ড পাবলিকেশন

অধ্যায় : ২

বিভিন্ন ধর্মে সুদ (Interest in different Religions) ৮৭
ইয়াহুদী ধর্মে সুদ (Interest in Judaism)..... ৮৭
খ্রিষ্টান ধর্মে সুদ (Interest in Christianity)..... ৮৯
হিন্দু ধর্মে সুদ (Interest in Hinduism)..... ৯১
বৌদ্ধধর্ম (Interest in Buddhism) ৯৩
শিখধর্ম (Interest in Sikhism) ৯৩
দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ (Interest in the eyes of philosophers)..... ৯৪

অধ্যায় : ০৩

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
রিবার ভয়াবহতা **৯৭**
রিবার ভয়াবহতা : কুরআনুল কারিম থেকে..... ৯৭
কুরআনুল কারিমের শেষ আয়াত রিবা বিষয়ক..... ১০০
সহিহ হাদিসের আলোকে রিবার ভয়াবহতা..... ১০১
সুদখোরের সাথে কোনো সমঝোতা নেই ১০২
অভিশপ্ত শ্রেণি..... ১০৩
আখিরাতে সুদখোরের ভয়াবহ শাস্তি..... ১০৬
রিবা একটি ধ্বংসাত্মক বিষয়..... ১০৭
সুদের শেষ পরিণতি : হ্রাস ও বরকত উঠে যাওয়া..... ১০৮
রিবার বিরুদ্ধে নবীজির পাহাড়সম দৃঢ়তা ও ঐতিহাসিক ঘোষণা ১০৯
রিবার রকমফের ও স্তর..... ১১১
রিবার ভয়াবহতা বিষয়ে একটি প্রচলিত বিভ্রান্তি : পর্যালোচনা..... ১১১

রিবার শারয়ী বিধান **১১৫**
রিবা নিষিদ্ধতার মাকাসিদুশ শরীয়াহ..... ১১৫

রিবান-নাসিয়াহ : পরিচিতি ১৪৯
রিবান-নাসিয়ার মূলকথা ১৫০
রিবান-নাসিয়াহ : পরিধি (Scope)..... ১৫০
রিবান-নাসিয়ার প্রকারভেদ..... ১৫১
রিবাল-কর্‌জ (Riba al-Qard) : পরিচিতি ও বিশ্লেষণ..... ১৫২
রিবাল-কর্‌জ : পরিধি (Scope) ১৫৩

রিবাদ-দাইন (Riba al-Dayin) : পরিচিতি ও বিশ্লেষণ ১৫৬
দাইন : শাব্দিক অর্থ..... ১৫৬
রিবাদ-দাইন : পারিভাষিক পরিচিতি..... ১৫৭
রিবাদ-দাইনের মূলকথা..... ১৫৮
রিবাদ-দাইন, পরিধি ও প্রকার..... ১৫৯

অধ্যায় : ০৬

রিবাস-সুন্নাহ (সুন্নাহ বা হাদিস দ্বারা নিষিদ্ধ রিবা)..... ১৬১

রিবাল-বুয়ূ' : পরিচিতি ও বিশ্লেষণ Riba al-Buyu : Introduction & Actuality ১৬১
শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় ১৬১
রিবাল-বুয়ূ' নিষিদ্ধতার ঐতিহাসিক হাদিস..... ১৬২
হাদিসের মূল নিষেধাজ্ঞা..... ১৬৫
হাদিসে বর্ণিত লেনদেনের শ্রেণিকরণ..... ১৬৫
একটি সহজ মূলনীতি ১৬৬
রিবাল-বুয়ূ'র মূলকথা ১৬৬
রিবাল-বুয়ূ' নিষিদ্ধতার তাৎপর্য..... ১৬৭

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত রিবা ও রিবাল-বুয়ূ'..... ১৭০
রিবা বুয়ূ' ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু ১৭১
রিবাল-বুয়ূ' ও হযরত উমার রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৭৩
রিবাল-বুয়ূ'র প্রকারভেদ ১৭৬

পুরাতন স্বর্ণের বিনিময়ে নতুন স্বর্ণের লেনদেন ২১৭
মোবাইলে রিচার্জ করা ২১৭

রিবান-নাসা : আমাদের সমাজে এর প্রচলিত রূপ..... ২১৮
ধানের বিনিময়ে ধানের বাকিতে লেনদেন..... ২১৮
নতুন ও পুরাতন ধানের বাকিতে লেনদেন ২১৮
সবজির বিনিময়ে সবজির বাকিতে লেনদেন..... ২১৯
আলুর বিনিময়ে ধান ২১৯

রিবান-নাসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; কিন্তু রিবান-নাসা নয় ২২০
লবণের বিনিময়ে লবণ..... ২২০

প্রচলিত লেনদেনে রিবার প্রয়োগ (পর্ব : ০২)..... ২২০
রিবাল-কর্‌জ : আমাদের সমাজে এর প্রচলিত রূপ..... ২২০
কনভেনশনাল ব্যাংক : রিবার প্রায়োগিক দিক ২২১
সুদী ব্যাংকিং সঞ্চয়/অ্যাকাউন্ট..... ২২১
ইসলামের দৃষ্টিতে আমানতের স্বরূপ..... ২২১
ইসলামে কর্‌জের স্বরূপ..... ২২২
সুদী ব্যাংকে লকার্‌স সুবিধা নেওয়া ২২৩
সেভিং ও ফিক্সড অ্যাকাউন্টের বিধান ২২৪
কারেন্ট অ্যাকাউন্টের বিধান ২২৪
'পাপ কাজে সহযোগিতা' (الإعانة على المعصية) বিষয়ক মাসআলার কিছু জরুরি বিশ্লেষণ..... ২৩৮
'দ্যা অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম জুরিস্টস'-এর শারয়ী সিদ্ধান্ত ২৪৩
সুদী ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও 'পাপ কাজে সহযোগিতা'র প্রসঙ্গ ... ২৪৪
কিছু সন্দেহ ও অপনোদন..... ২৪৬
এক নজরে সুদী ব্যাংকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে শারয়ী গাইডলাইন..... ২৫১
সুদ গ্রহণ না করার শর্তে সুদী ব্যাংকে এসবি. ও এফ.ডি. অ্যাকাউন্ট খোলা ২৫১

ইন্টারেস্ট লক করে দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা..... ২৫২
সুদী টাকা গরিবদের দান করে দেবে এই নিয়তে অ্যাকাউন্ট খোলা.. ২৫২
অ্যাকাউন্টে জমাকৃত সুদের বিধান..... ২৫৩
আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্ত ২৫৫
ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা ব্যয়ের খাত..... ২৫৫
সুদী টাকার শারয়ী তাকয়ীফ (Forensic conditioning) বা ফিকহি দৃষ্টিকোণ ২৫৬
সুদের টাকা কি শুধু গরিবদেরকেই দান করতে হবে নাকি অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজেও দেওয়া যাবে?..... ২৫৭
আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্ত ২৬১
সুদের টাকা দান করার সময় নিয়ত কী হবে?..... ২৬৩
আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্ত ২৬৩
অমুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাংকের সুদ গ্রহণ..... ২৬৩
সরকারি ট্যাক্স বাবদ সুদী অর্থ প্রদান..... ২৬৪
গরিব ব্যক্তি কি সুদ খেতে পারবে? ২৬৫
সুদ দিয়ে সুদী লোন পরিশোধ..... ২৬৫
সুদ দিয়ে ঘুষ প্রদান..... ২৬৬
সুদের টাকা দিয়ে মসজিদের বাথরুম তৈরি করা..... ২৬৬
সুদী লোন দ্বারা বাড়ি তৈরি করা বা ব্যাবসা করা..... ২৬৬
সুদী অ্যাকাউন্টের ফি ২৬৭
D.P.S. , S.N.D. , F.D. R. A/C-এর বিধান ২৬৭
কোন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা নিরাপদ?..... ২৬৮
অপারগ হয়ে সুদ-প্রদান করার বিধান..... ২৬৮
প্রয়োজনে সুদী লোন নেওয়া ২৬৯
সুদ দেওয়া-নেওয়া কি সমান গুনাহ? ২৬৯
সুদ থেকে পরিত্রাণের পথ..... ২৭০
সুদের টাকা খরচ করে ফেলেছে, এখন কী করণীয়? ২৭০
সুদী ব্যাংকের নিকট বাড়ি ভাড়া দেওয়ার বিধান..... ২৭১

ব্যাংকের মনোগ্রামে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখার বিধান... ২৭১
ব্যাংকের চাকরির জন্য ফর্ম পূরণ করে সহযোগিতা করা ২৭১
ওয়ারিশদের জন্য মৃত পিতা থেকে প্রাপ্ত ব্যাংকের সুদ..... ২৭২
সুদী ব্যাংকে চাকরি করার বিধান ২৭২
ব্যাংকে যাদের চাকরি চলমান তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি.....২৭৩
সুদী ব্যাংকে চাকুরির ইন্টারভিউ দেওয়া জায়েয কি না?.....২৭৩
ব্যাংকের আইটি বিভাগে চাকুরি করা বৈধ কি না? ২৭৩
ব্যাংকে চাকরি : শারয়ী গাইডলাইন ২৭৩
সুদী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের ব্যাপারে শারয়ী গাইডলাইন ২৭৫
সুদী ব্যাংকের চাকরি ছাড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তির করণীয় ২৭৬
সুদী ব্যাবসা করে, সাথে বৈধ ব্যাবসাও আছে—এমন লোকের সাথে লেনদেন করা ও তার থেকে হাদিয়া গ্রহণ করার বিধান..... ২৭৭
ব্যাংকার যার সাথে লেনদেন করবে ওই ব্যক্তির তা ব্যবহার করার বিধান ২৭৯
সুদের টাকা বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান ও ভাই-বোনকে দেওয়ার বিধান...২৮০
হালাল-হারাম মিশ্রিত টাকা দিয়ে ঘর তৈরি করেছে, এখন কীভাবে হালাল হবে?.....২৮০
স্বামী সুদী উপার্জন করলে সেটা থেকে স্ত্রী তার প্রয়োজন পূরণের বিধান ২৮১
সুদের সাথে জড়িত পিতার ইনকাম থেকে সন্তান কতটুকু নিতে পারবে? ২৮১
সুদের সাথে জড়িত সন্তানের ইনকাম থেকে পিতা-মাতা কতটুকু নিতে পারবে? ২৮২
সুদী ব্যাংক : ইসলামী বিকল্প ২৮২

ব্যাংকিং বিভিন্ন কার্ড ও সুদ ২৮৩

এটিএম কার্ড ২৮৩
এটিএম কার্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য..... ২৮৩
ডেবিট কার্ড (Debit Card) ২৮৪

সুফতাজাহ হারাম হওয়ার কারণ..... ৩৪৭
ফকীহগণের মতামত ৩৪৯

সুফতাজাহ : আধুনিক ও প্রায়োগিক উদাহরণ..... ৩৫০
মানি অর্ডার (Money Order)..... ৩৫০
ই-পেমেন্ট ৩৫১
ব্যাংক ট্রান্সফার (Bank Transfer) ৩৫১
হুন্ডি ৩৫১

কাগুজে মুদ্রার লেনদেন : শারয়ী পর্যালোচনা..... ৩৫৩
মুদ্রা ব্যবস্থার বিবর্তন-পরিবর্তন : ইতিহাস পর্যালোচনা ৩৫৩
কাগুজে মুদ্রার বিধান (Provision of paper money) ৩৫৯
নোটের সাথে নোটের পারস্পারিক বিনিময় বা লেনদেনের শারয়ী বিধান..... ৩৬৩
জমি বন্ধকি..... ৩৬৭
বিকল্প ও পর্যালোচনা..... ৩৬৮
সিকিউরিটির কারণে ভাড়া কম নেওয়া..... ৩৬৮
নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা-প্রদানের শর্তে বিনিয়োগ..... ৩৬৯
স্বর্ণ বন্ধক রেখে সুদী ভিত্তিতে লোন প্রদান..... ৩৭০
আড়ৎ-বাণিজ্য..... ৩৭০
বাড়ি করার জন্য সুদী ঋণ গ্রহণ ৩৭০
রিবাল-কর্‌জ : শেষকথা..... ৩৭২

রিবাল-কর্‌জের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে রিবা নয়..... ৩৭২
মানি অর্ডার..... ৩৭২
বিকাশে মানি সেন্ড ৩৭৩
কারেন্ট অ্যাকাউন্টে সার্ভিস চার্জ প্রদান..... ৩৭৩
গ্যারান্টর পাওনা আদায় করে অতিরিক্ত গ্রহণ..... ৩৭৩
প্রভিডেন্ট ফান্ডের বাধ্যতামূলক অংশ..... ৩৭৪
ঋণ আদানপ্রদান ভিত্তিক সমিতি..... ৩৭৪

রেমিট্যান্সে প্রণোদনা গ্রহণ ৩৭৫
ক্যাশব্যাকের কিছু পদ্ধতি ৩৭৫
ক্যাশব্যাক ও গিফট ৩৭৬
নগদ বা বিকাশ থেকে ২৯৭ টাকায় ১৫ জিবি + ৩০০ মিনিট, সাথে ৩০ টাকা ক্যাশব্যাক ৩৭৮
ক্যাশব্যাকের আরেকটি পদ্ধতি ৩৭৮

রিবাদ-দাইন : সমাজে এর প্রচলিত ব্যবহার ৩৭৮
কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ৩৭৮
কিস্তি ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার মৌলিক শর্তাবলি ৩৭৯
হায়ার পারচেজ (Hire purchase) ৩৮২
নগদায়নের শর্তে রেয়াত প্রদান (Cut off and pay now) ৩৮৪
দাইনে যা' ওয়া তাআজ্জাল Cut off and pay now in debt . ৩৮৫
সালাফে সালিহিন ও পরবর্তী ফকীহগণের মতামত ৩৮৫
প্রচলিত কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় : স্বরূপ সন্ধান ৩৯০
কর্‌জে যা' ওয়া তাআজ্জাল Cut off and pay now in loan .. ৩৯১
মুরাবাহাতে যা' ওয়া তাআজ্জাল ৩৯২
বাই নাউ পে লেটার (Buy Now Pay Later) ৩৯৩
BNPL কীভাবে কাজ করে? ৩৯৪
ক্রেডিট কার্ড ও বাই নাউ পে লেটারের মাঝে পার্থক্য ৩৯৫
বাই নাউ পে লেটার : শারয়ী বিধান ৩৯৭

বিনিময়বিল (Bill of Exchange) ৪০১
বিনিময়বিলের পরিচিতি ৪০১
শারয়ী বিধান ৪০১
বকেয়া বিলের ওপর অতিরিক্ত গ্রহণ ৪০৫
বেতন ও রিবা ৪০৬

রিবাদ-দাইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে রিবা নয় ৪০৮
স্কুলের বেতন ৪০৮

বাই বিল ওয়াফাকে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করা..... ৫১৭
বাইয়ে সালামকে বাহানা হিসেবে ব্যবহারের আরেকটি সুরত ৫১৮
মুদারাবাকে সুদগ্রহণের বাহানা হিসেবে ব্যবহার করা..... ৫১৯
মুরাবাহার ক্ষেত্রে মালের রশিদকে যথেষ্ট মনে করা ৫২০

অধ্যায় : ০৯

রিবা বিষয়ক প্রচলিত কিছু বিভ্রান্তি ও অপনোদন (Some Misconception about Riba)..... ৫২৪
রিবা ও প্রচলিত সুদ এক নয়..... ৫২৪
রিবা শুধু পার্সোনাল লোনে হয় ৫২৪
সাহাবাদের যুগে সুদবিহীন ব্যাংক..... ৫২৫
কুরআনে যে-রিবাকে হারাম করা হয়েছে তা হলো চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ; সিম্পল সুদ নয় ৫২৮
সুদ শুধু ব্যাংকে হয়..... ৫২৯
রিবা সালাফদের যুগেও ছিল..... ৫২৯
সবই রিবা নয়..... ৫৩০
ব্যাংকিং রিবা মুদারাবা নয় ৫৩০

অধ্যায় : ১০

সমাজে রিবার অশুভ ছায়া ৫৩১
সম্পদের সুষম বণ্টনে সুদের অশুভ প্রভাব ৫৩১
সম্পদ উৎপাদনে সুদের অশুভ প্রভাব ৫৩২
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সুদের অশুভ প্রভাব..... ৫৩২
সম্পদ ভোগে সুদের অশুভ প্রভাব..... ৫৩৩
রিবার নৈতিক ক্ষতি ৫৩৩
পরস্পর সহযোগিতার মানসিকতা চরমভাবে ব্যাহত : সুদ ছাড়া ঋণ মেলে না ৫৩৪
সমাজের একটি চিত্র ৫৩৪

রিবাল-বুয়ূ' (Buy-selling based Interest)

এক. রিবাল-ফযল (ربا الفضل) Riba al-fadl (Riba due to excess)। অর্থাৎ সমজাতীয় ও পরিমাপযোগ্য দুটি বস্তুর লেনদেনে বিনিময়হীন অতিরিক্ত সম্পদ।

দুই. রিবান-নাসা (ربا النساء) Riba al-nasa (Riba due to deferment)। অসমজাতীয় (পরিমাপ বা ওজনযোগ্য) অথবা সমজাতীয় (পরিমাপ বা ওজনযোগ্য) দুটি বস্তুর লেনদেনে কোনো একটি বাকিতে লেনদেন করা।

বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম ইবনু রুশ্‌দ আল-হাফিদ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان نسيئة وتفاضل'—'সমস্ত আলিমগণ এ-ব্যাপারে একমত যে, রিবাল-বুয়ূ' দুই প্রকার। এক. রিবান-নাসিয়াহ। দুই. রিবাত-তাফাযুল।[১৬১]

রিবাত-তাফাযুল ও রিবাল-ফযল একই। আর রিবান-নাসাকে রিবান-নাসিয়াহ-ও বলা হয়। সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

এক নজরে রিবার প্রকারভেদ

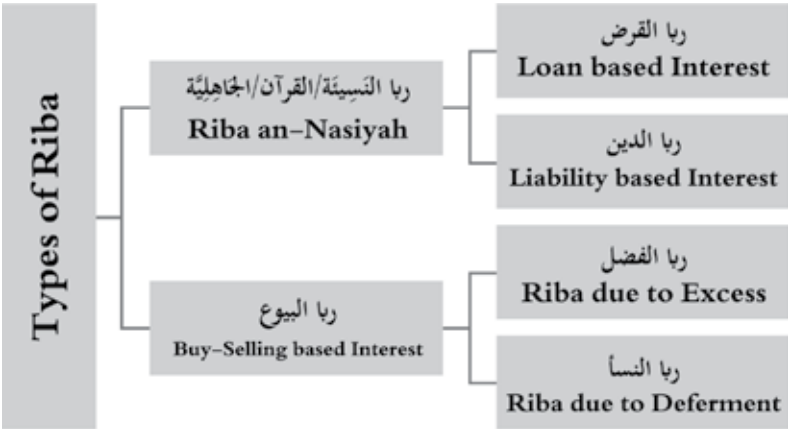

১৬১. ইবনু রুশ্‌দ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ৩ পৃষ্ঠা : ১৪৮।

অধ্যায় : ১১

রিবাবিহীন সমাজ কি অসম্ভব?

কেউ কেউ মনে করেন, বর্তমানে রিবা এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে, এটি ছাড়া একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। এটি এখন প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়। মূলত রিবা একটি ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ বিষয়। ধর্মীয়ভাবেই শুধু নয়; মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি ক্ষতিকর। একটি স্পষ্ট ক্ষতিকর বিষয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। যেমন, ধুমপান ক্ষতিকর। এরপরও তা সমাজে আইনের পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত।

তেমনই রিবাও ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত। এটা যে ক্ষতিকর, তা তো পশ্চিমা অমুসলিম অর্থনীতিবিদগণও স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হলো, যদি তা স্বীকার করা হয়, তাহলে একে বর্জন করা হচ্ছে না কেন?

হ্যাঁ, এটিই ভাববার বিষয়। প্রথমত, এর কারণ কতিপয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা। কারণ, সুদ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। তারা চাইবে না এটা উঠে যাক। দ্বিতীয়ত, ব্যাপকভাবে এর বিকল্প আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। যদিও এখন অমুসলিম বিশ্বেও ইসলামী ফাইন্যান্স, সুকুক পরিচিত হয়ে উঠছে। এতে কিছু হলেও সুদ বর্জন হচ্ছে। তৃতীয়ত, আমরা মুসলিমরা সাহস করে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারছি না। তাহলে অন্তত আবশ্যকীয় ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা একে পরিত্যাগ করতে পারতাম।

মোটকথা, আমাদের সদিচ্ছার প্রয়োজন। সাহসের প্রয়োজন। সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রচার-প্রসার প্রয়োজন। তবেই আমরা ধীরে ধীরে সুদমুক্ত সমাজ গড়তে সক্ষম হব। এটি সর্বযুগেই সম্ভব।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

‘আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যাতারসাধ্যাতীত।’[৮৫৯]

বলাবাহুল্য, কোনো সরকার জনগণকে কক্ষনো এমন বিষয়ের আদেশ দেবে না, যা থেকে জনগণের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এমন বিষয়ের আদেশ করলে সে জালিম বা স্বৈরাচারী শাসক বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এমন ধারণা করা কীভাবে সম্ভব যে, তিনি তার বান্দাদের দুঃসাধ্য বিষয়ের আদেশ করেছেন?

এ-আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা যেসকল বিষয় হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা মানবজাতির জন্য কখনো দুঃসাধ্য নয়। তাই সুদের মতো এমন এক নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে বলা যে—‘এটা ছাড়া বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল; সুদ ছাড়া আধুনিক বিশ্ব কল্পনা করা যায় না’—সম্পূর্ণ অবান্তর ও কুরআন হাদিস সম্পর্কে মূর্খতা বা বিরোধিতা বৈ কিছু নয়।

তাই সুদ ছাড়া বর্তমান আধুনিক অর্থনীতি কল্পনা করা সম্ভব। ইসলামী স্কলারগণ প্রচলিত সুদী বিভিন্ন লেনদেনের সহজ ও সুন্দর শারয়ী বিকল্প পেশ করেছেন। যা আমাদের এ-বইটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমাদের উচিত রিবা বিষয়ক বিভ্রান্তি দূর করা, উন্মুক্ত মন নিয়ে এ-বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। বিজ্ঞ ইসলামী স্কলারদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা।

পরিশেষে বলতে চাই, কুরআন-হাদিসের সঠিক জ্ঞান ও সরকার-জনগণের সদিচ্ছা থাকলে সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও তাওফিক দান করুন। আমীন॥

সমাপ্ত[৮৬০]

---

৮৫৯. সূরা বাকারাহ : ২৮৬।

৮৬০. আলহামদুলিল্লাহ, ২৬ জিলকদ, ১৪৪৪ হি./২৭ জুন, ২০২২ ঈসায়ী, রোজ সোমবার দুপুর ৩ : ১০ মিনিটে বইটির উপর ‘নযরে ছানী’ সম্পন্ন হয়। সর্বশেষ নযরে ছানী শেষ হলো ২৪ শাওয়াল, ১৪৪৫হি./৪ মে, ২০২৪ ঈসায়ী, রোজ শনিবার সন্ধা ৭ : ১৬ মিনিটে। সর্বশেষ এজন্য বললাম; কারণ, এর একেকটি বিষয় কতবার যে রিভিউ করা হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। যাই হোক, অবশেষে সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশমের পর আল্লাহর অশেষ কৃপায় বইটি তৈরি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন॥